সমকাল

তারিখ 07 MAR 2015

নোটবইয়ের অবাধ বাজার

শিক্ষা ধ্বংসের কারবার

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট ও গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে যে এসবই অবাধে চলছে; উন্নয়ন সংগঠন সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযানের (সুপ্র) নিরীক্ষা প্রতিবেদনই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। আমরা প্রায়শই সংবাদপত্রের পাতায় নোট ও গাইড বইয়ে 'সয়লাব' হওয়ার খবর দেখে থাকি। গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ১২টি জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত এই নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৮০ শতাংশ বাজার থেকে কেনা নোট ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের মনে আছে, শিক্ষার্থীদের মূল বইয়ের ভাষ্য ও শিক্ষকের সরাসরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুখী করে তোলার জন্য ১৯৮০ সালেই নোটবই নিষিদ্ধ করে এই আইন প্রণীত হয়েছিল। কারণ, নোটবই শিক্ষার্থীদের যেমন ব্যবহারিক জ্ঞানবিমুখ করে তোলে, তেমনই নির্ভরশীল করে তোলে 'মুখস্থবিদ্যায়'। এতে করে পরীক্ষায় পাসে সমস্যা হয় না বটে, সত্যিকারের শিক্ষা প্রায় অধরাই থেকে যায়। গাইড বইয়ে যেহেতু প্রশ্নোত্তর আকারে থাকে, মূল বইয়ের মতো পাঠ্যক্রম হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর তৈরি করতে হয় না; বেআইনি এসব বই অপর বেআইনি কর্ম নকলবাজিরও সুবিধা করে দিত। ফলে আইনটির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নোট ও গাইড বইয়ের সর্বনাশা কারবার মহাসমারোহে চলছিল। কেবল নোটবই উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটই নয়, এমনকি শিক্ষকদেরও দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের গাইড বই কিনতে উৎসাহ দিতে। এটাও ওপেন সিক্রেট ছিল যে, নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইড বই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রেসক্রাইব করার জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষক কমিশনও পেতেন। পরিস্থিতির এতটা অবনতি হয়েছিল যে, এ নিয়ে শিক্ষানুরাগী মহল ও সংবাদমাধ্যমে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষে উচ্চ আদালতে রিট করে দাবি করা হয়– তারা 'নোট' নয়, বরং 'গাইড' বই বিক্রি করছেন। উচ্চ আদালত এর ফলে 'গাইড' বইও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু মাঠের পরিস্থিতি যে সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে, সুপ্রর নিরীক্ষা তার প্রমাণ। আমরা চাই, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আইন ও আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে। কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পকেট ভারি করার জন্য শিক্ষা ধ্বংসের এই কারবার আর চলতে দেওয়া যায় না।